দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

২৭

পরীক্ষার নির্ভুল ফলাফল চাই

বেশ কিছুদিন হলো ১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, এবার এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট অনেককেই অবাক করেছে। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, যার যেমন রেজাল্ট করা উচিত সে তেমন করতে পারেনি। শুধু তাই না, অবজেকটিভ প্রশ্নে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই তাদের আশানুরূপ নম্বর পায়নি। এক্ষেত্রে কম্পিউটার পরিচালকদের দায়ী করা যায়! অনভিজ্ঞ লোকদের দ্বারা কম্পিউটার পরিচালনার কারণে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই তাদের প্রাপ্ত নম্বর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভাল পরীক্ষা দেয়ার পরও আশানুরূপ রেজাল্ট না করার ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রীই মনোবল হারিয়ে ফেলছে। এছাড়াও দেখা গেছে যে, শিক্ষক-শিক্ষিকারা কম্পিউটার পদ্ধতির সবদিক সম্পর্কে অবগত নয়। ফলে পরীক্ষার সময় অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের বিপাকে পড়তে দেখা গেছে।

এসএসসি পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের অভিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি। আর একজন ছাত্র কিংবা ছাত্রীই বলতে পারে সে কেমন পরীক্ষা দিয়েছে। তাই যখন সে তার মেধার সঠিক মূল্যায়ন পায় না তখন স্বভাবতই সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এবার এসএসসি-র ফলাফলে অনেক ভুলভ্রান্তি হয়েছে এবং তার প্রমাণ কক্স-বাজারের ঘটনা। সেখানকার অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফলে প্রথমে বলা হয়েছিল তারা ফেল করেছে। পরে তাদের আন্দোলনের ফলে, ফলাফল পুনঃ পরীক্ষা করে দেখা গেল তাদের অধিকাংশই বেশ ভালো রেজাল্ট করেছে। এখানে প্রশ্ন, এমন অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে, যারা হয়তো পাস করেছে, কেউবা ২/৩টা লেটারও পেয়েছে, কিন্তু তাদের আরও ভাল রেজাল্ট করার কথা, তাদের কি হবে? তারা কেন কম্পিউটার পরিচালকদের ভুলের দায়ভার বহন করবে? যদি তাদের খাতা পুনঃ নিরীক্ষণ করা হয় তবে দেখা যাবে যে, তারা আরও ভাল ফলাফল করেছে। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ তা করবেন না। তা না করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালাচ্ছেন, আরও তাড়াতাড়ি ফলাফল প্রকাশ করতে। তা তারা করুন। তবে আমাদের কথা হল, এই তাড়াতাড়ি ফলাফল প্রকাশ করতে যেয়ে কোন ছাত্র-ছাত্রীর খাতা যাতে কোনরূপ হেলাফেলা করে দেখা না হয় এবং ফলাফলে কোন ভুল-ভ্রান্তি না হয় সে দিকে অবশ্যই অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আর কোন ভুল যদি যথাসময়ে সংশোধন করা না হয় তবে এর দায়ভার ছাত্রছাত্রীদের সারা জীবন বইতে হবে। তাই বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ এস-এসসি/এইচএসসি-র খাতা পরীক্ষণ ও ফলাফল প্রকাশে কোনরূপ হেরাফেলা করবেন না এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা কম্পিউটার পরিচালনা করে, ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ মেধার মূল্যায়ন করবেন।

আইরিন সুলতানা
পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২২১।